বঙ্গবন্ধুর জীবনে শিক্ষকের মর্যাদা

সঞ্জয় ভৌমিক

মুঘল বাদশাহ্ আলমগীরের শিক্ষাগুরুর মর্যাদা কবিতাটির সাথে আমরা সবাই কম বেশি পরিচিত। যুগে যুগে আরও এমন বহু মহান ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে যাদের গুরুভক্তি ও শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত। তেমনি একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি আমাদের জাতির জনক ,হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি ,শিক্ষকদরদী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। শিক্ষকদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর এ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসাবোধ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত ও অনুকরণীয়। মুজিব শতবর্ষের এ শুভলগ্নে বঙ্গবন্ধুর জীবনে তিনি কিভাবে শিক্ষকদের মূল্যায়ন করতেন বা কতখানি মর্যাদা দিয়েছেন তার কিছু নমুনা তুলে ধরছি।

বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাজীবন শুরু হয় তার বাবা-মায়ের তত্ত্বাবধানে পারিবারিক পরিবেশে। আদরের সন্তান খোকার (বঙ্গবন্ধুর ছোটবেলার নাম) লেখাপড়ার ক্ষেত্রে তার পিতামাতা ছিলেন খুব সচেতন। তাই, প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরুর পূর্বেই বঙ্গবন্ধুকে পৃথক পৃথক বিষয়ে দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য তিনজন গৃহশিক্ষকের ব্যবস্থা করা হয়। এই তিনজন গৃহশিক্ষকের মধ্যে একজন মৌলভি বঙ্গবন্ধুকে শুধুমাত্র ধর্মীয় শিক্ষা দিতেন। অন্য দ,জন শিক্ষক হলেন সাখাওয়াত উল্ল্যাহ্ পাটোয়ারী ও কাজী আবদুল হামিদ। এনারা দু,জন বঙ্গবন্ধুকে যথাক্রমে বর্ণমালা, নামতা ও গল্প-কবিতা ইত্যাদি পড়াতেন। সাখাওয়াত উল্ল্যাহ্ পাটোয়ারী সাহেবের বাড়ি সাবেক নোয়াখালী যা বর্তমানের লক্ষ্মীপুর জেলা। লেখাপড়ার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর বাল্যকালের এ শিক্ষক ছিলেন খুব কঠোর। ঠিকমত পড়া দিতে না পারলে তিনি মৃদু শাস্তি দিতেও কার্পণ্য করতেননা। তা সত্ত্বেও শিশু মুজিবের তার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির কমতি ছিলনা।

পাটোয়ারী সাহেবের বিদায়লগ্নে বালক মুজিব স্বয়ং শ্রদ্ধাভাজন এ গৃহশিক্ষকের বিছানাপত্রের পোটলাটি মাথায় করে পাটগাতী (গোপালগঞ্জের একটি স্থান) পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিলেন। শিক্ষক সাখাওয়াত উল্ল্যাহ্ পাটোয়ারীর সাথে বঙ্গবন্ধুর জীবনের আরো কিছু ঘটনা উল্লেখ না করলেই নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপ-উপাচার্য জনাব, এ এস এম মাকসুদ কামাল সাহেবের লেখনী থেকে জানা যায়- ১৯৫৪ সালে বঙ্গবন্ধু যখন যুক্তফ্রন্ট সরকারের কৃষি,ঋণ,সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী তখন তার সাথে একবার নোয়াখালীর সোনাপুরস্থ সার্কিট হাউজে শিশুকালের এ শিক্ষাগুরুর সাক্ষাৎ হয়। সভাকক্ষে সবার সামনে বঙ্গবন্ধু তার এ শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষককে সালাম ও কদমবুচি করলেন এবং সভা শেষ না হওয়া পর্যন্ত পাশের অভ্যর্থনা কক্ষে বিশ্রাম নিতে অনুরোধ করলেন। সভা শেষ করে বঙ্গবন্ধু পাটোয়ারী সাহেবকে পাশে বসিয়ে খাওয়া দাওয়া করালেন এবং সাক্ষাতের কারণ জানতে চাইলেন। সাখাওয়াত উল্ল্যাহ্ পাটোয়ারী সাহেব ঢাকায় গিয়ে বঙ্গবন্ধুর সাথে একটু সময় নিয়ে কথা বলার আগ্রহ জানালেন। পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু তাকে ঢাকায় সময় দিলে তিনি জানালেন , মেঘনার ভাঙ্গনে তার বাপ-দাদার ভিটা বিলীন হয়ে গেছে। ভবানীগঞ্জের আলিপুরে এসে তিনি নুতন ভাবে বসতি গড়েছেন। কিন্তু , কোন আবাদী জমি নেই। তাই , মেঘনার বুকে নতুন ভাবে জেগে উঠা চর থেকে কিছু আবাদী জমি চান। বঙ্গবন্ধু তার এ শিক্ষাগুরুর চাহিদা মত ডিসি সাহেবকে বলে চরাঞ্চলে তিন দাগ জমির ব্যবস্থা করে দিলেন এবং বাসায় খাওয়া দাওয়া করিয়ে নতুন পায়জামা পাঞ্জাবি উপহার দিয়ে বিদায় দিলেন।

বঙ্গবন্ধু যে সব প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করেছেন সেগুলি হল- টুঙ্গিপাড়া গিমাডাঙ্গা এম ই স্কুল , গোপালগঞ্জ সীতানাথ একাডেমি , মাদারীপুর ইসলামিয়া হাইস্কুল , গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুল , গোপালগঞ্জ মিশন স্কুল , কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় । বলাবাহুল্য , প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দের নিকট মুজিব ছিলেন অত্যন্ত স্নেহের ও বাধ্যগত। গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে অধ্যয়নকালীন সময়ে শিক্ষক কাজী আবদুল হামিদ সাহেবের আদর্শ বঙ্গবন্ধুকে খুব প্রভাবিত করেছিল। বঙ্গবন্ধুর এ শিক্ষক গোপালগঞ্জে মুসলিম সেবা সমিতি নামে একটি সমিতি গঠন করেন। মূলতঃ মুসলিম পরিবারগুলি থেকে সংগৃহীত মুষ্ঠিচাল ও অনুদানে চলত এ সমিতি। চাল বিক্রির টাকা দিয়ে গরীব মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের বই-খাতা ও পরীক্ষার খরচ যোগানো হত। কিন্তু , হঠাৎ করে কাজী আবদুল হামিদ সাহেব যক্ষ্মা রোগে মারা গেলে বালক মুজিব তার শিক্ষাগুরুর চালু করা এ জনকল্যাণমূখী গোপালগঞ্জ মুসলিম সেবা সমিতি পরিচালনায় সম্পাদকের গুরুদায়িত্ব কাঁধে নেন।

১৯৪১ সালে বঙ্গবন্ধু যখন গোপালগঞ্জ মিশন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবেন তখন একজন মুসলমান ছাত্র অন্যায়ভাবে মারপিটের শিকার হয়। কিশোর মুজিব ছিলেন সত্যবাদী ও অন্যায়ের প্রতিবাদী। তিনি প্রধান শিক্ষক নরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্তের নিকট বিষয়টির প্রতিকার চান। প্রধান শিক্ষক অন্যান্য শিক্ষকের সহায়তায় বিষয়টি মিটমাট করে দেন। কিশোর মুজিব শিক্ষকেরদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে প্রধান শিক্ষকের সিদ্ধান্ত মেনে নেন। পরবর্তীতে সেখানে কখনোই আর এ ধরণের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে বঙ্গবন্ধু কলকাতায় তার ইসলামিয়া কলেজের শিক্ষাজীবন ও শিক্ষকদের সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য দিয়েছেন। ইসলামিয়া কলেজের সকল ছাত্রই মুসলমান। সেখানে দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্য করার একটা ফান্ড ছিল। তা তদারকি করতেন বিজ্ঞানের শিক্ষক নারায়ন বাবু। বঙ্গবন্ধু ছিলেন পাকিস্থান পাকিস্থান করে বেড়ানোদের একজন , তারপর আর্টসের ছাত্র এবং মুসলমানতো বটেই। কিন্তু, তা সত্ত্বেও বিজ্ঞানের শিক্ষক নারায়ন বাবু তাকে স্নেহ করতেন এবং তিনিও তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে এ শিক্ষককে উদ্দেশ্য করে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন- ***" একজন হিন্দু শিক্ষককে সকলে এই কাজের ভার দিত কেন ? কারণ , তিনি সত্যিকারের একজন শিক্ষক ছিলেন। হিন্দুও না মুসলমানও না । এই রকম সহানুভূতিপরায়ন শিক্ষক আমার চোখে খুব কমই পড়েছে।"***

ইসলামিয়া কলেজে অধ্যয়নকালীন বেকার হোষ্টেলের সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন প্রফেসর সাইদুর রহমান এবং অধ্যক্ষ ছিলেন ড.আই এইচ জুবেরী। এনারা উভয়েই শেখ মুজিবকে অনেক স্নেহ করতেন। বেকার হোষ্টেলে থাকাকালীন সময়ে বঙ্গবন্ধু নিজের সিটটি প্রায়ই কোন না কোন অতিথি বা অভ্যাগতকে ছেড়ে দিতেন। বিষয়টি হোষ্টেল সুপার সাহেবেরও জানা ছিল। একদিন বঙ্গবন্ধু সাহস করে সুপার সাহেবকে বললেন - কেউ রোগগ্রস্থ হলে যে কামরায় থাকে, আমাকে সে কামরাটি বরাদ্দ দিন স্যার। সুপার সাহেব আকারে ইঙ্গিতে বললেন , দখল নিয়ে নাও। তবে কেউ যেন অভিযোগ না করে। এটা সম্ভব হয়েছে বঙ্গবন্ধুর শিক্ষকদের প্রতি ভালবাসা আর শ্রদ্ধাবোধের কারণে। এতো গেল বঙ্গবন্ধুর ছাত্রবস্থার কথা। ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরও বঙ্গবন্ধুর শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও ভালবাসা এতটুকু কমেনি। সে সময় একদিন তিনি তার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বেজেন্দ্রনাথ সূত্রধরকে ঢাকায় আসার জন্য খবর পাঠান । সূত্রধর বাবু প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করার জন্য গেটে উপস্থিত হলে খবর পেয়ে বঙ্গবন্ধু সব নিয়মকানুন উপেক্ষা করে নিজেই ছুটে আসেন এবং স্যারের পায়ে ধরে সালামের পর বুকে জড়িয়ে ধরেন। বঙ্গবন্ধুর শিক্ষকদের পায়ে ধরে সালাম ও কদমবুচি করার বিষয়টি বিশিষ্ট লেখক , গবেষক, চিন্তাবিদ সৈয়দ আবুল মকসুদ সাহেবের তথ্য থেকেও প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেন- রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার সময়েও প্রফেসর সাইদুর রহমান সাহেবকে বঙ্গবন্ধু পায়ে হাত দিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে দেখেছি। বঙ্গবন্ধুর ইসলামিয়া কলেজের শিক্ষক প্রফেসর সাইদুর রহমান পরবর্তীতে ঢাকার জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। প্রফেসর সাইদুর রহমান জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালীন জগন্নাথ কলেজের ছাত্রদের একটি দল ড.মোহাম্মদ শাহাদাত আলী ও অধ্যাপক ওয়াকেফ হোসেন চৌধুরীর নেতৃত্বে শিক্ষাসফরে গিয়ে ফেরার সময় চট্টগ্রামের একটি হোটেলে এক অপ্রীতিকর ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে । বর্ণিত শিক্ষকদ্বয় এবং হোটেল ম্যানেজারের মধ্যস্থতায় হোটেলের বেয়ারাকে একশত টাকা প্রদানের মাধ্যমে তারা বিষয়টির সুরাহা করেন। ঘটনাটি যেকোন ভাবে তৎকালীন চট্টগ্রামের বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী জহুর আহমেদ চৌধুরীর কানে যায়। তিনি ছাত্রদের হোটেল ত্যাগের মুহূর্তে সেখানে উপস্থিত হন এবং পরিস্থিতি এতটাই জটিল করে তোলেন যে , ছাত্ররা পরে পাঁচশত টাকা জরিমানা দিয়ে ছাড়া পায়। ঘটনার বেশ কিছুদিন পর জগন্নাথ কলেজের সে সময়ের ভিপি ও প্রাক্তন মন্ত্রী রাজিউদ্দীন আহমেদ রাজুর মারফৎ ঘটনাটি বঙ্গবন্ধু অবহিত হন। ঘটনা জেনে বঙ্গবন্ধু খুবই ব্যথিত হন এবং নিজে গিয়ে জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর সাইদুর রহমান সাহেব ও ঘটনাকালীন উপস্থিত দু,জন শিক্ষকের নিকট দুঃখ প্রকাশ করেন। শেষ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু জহুর আহমেদ চৌধুরীর নিকট থেকে ঐ ঘটনার খেসারত হিসাবে আদায় করা পাঁচশত টাকা উদ্ধার করে ড.মোহাম্মদ শাহাদাত আলীকে দিয়েছিলেন।

নিজের শিক্ষক ছাড়াও বঙ্গবন্ধু সমগ্র শিক্ষক সমাজকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। এসবের প্রমাণ পাওয়া যায় তার বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন , মন্ত্রীসভা , বিভিন্ন বিভাগ , কমিশন ও কমিটিতে দেশের খ্যাতিমান এবং প্রথিতযশা শিক্ষক ব্যক্তিত্ব যেমন অধ্যাপক রেহমান সোবহান , অধ্যাপক নুরুল ইসলাম, অধ্যাপক আবুল ফজল , অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান , অধ্যাপক আজিজুর রহমান মল্লিক , অধ্যাপক কবীর চৌধুরী , শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন , অধ্যাপক শিল্পী কামরুল হাসান , অধ্যাপক শিল্পী হাসেম খান প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের নিয়োগ ও অন্তর্ভূক্তি। বঙ্গবন্ধু সর্বজন শ্রদ্ধেয় এসব শিক্ষকের জ্ঞান ও কর্মকে দেশ ও জাতির কল্যাণে লাগিয়েছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা তাকে অকালে হারিয়েছি। তবে, যারা আমরা বঙ্গবন্ধুকে ভালবাসি ও অন্তরে বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে লালন করি আমাদের সবার উচিত জীবনের সর্বাবস্থায় সর্বস্তরের শিক্ষকদের যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করা। তাহলেই সৃষ্টি হবে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায় সোনার মানুষ ।

লেখক পরিচিতি-

প্রভাষক ও বিভাগীয় প্রধান, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ।

গৃদকালিন্দিয়া হাজেরা হাসমত ডিগ্রি কলেজ,ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।